দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 20 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

গাইবান্ধায় নকল করতে না দেয়ায় সিইনএড পরীক্ষা বর্জন ।। ভাংচুর

গাইবান্ধা, ১৯ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ।। নকল করতে না দেয়ায় গাইবান্ধার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ২০০২ সালের সিইনএড (২য় শিফট)-এর পরীক্ষা বর্জন করে পিটিআই সুপারের কক্ষে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেন ও ইটপাটকেল ছোড়েন। তাঁরা টেলিফোনের তার কেটে নিয়ে যান। পরে তাঁরা জেলা শহরে মিছিল করে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। পিটিআই কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে জেলার স্যাটেলাইট, কমিউনিটি এবং রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ২০৮ শিক্ষক-শিক্ষিকা পিটিআই প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষার প্রথম দিন বৃহস্পতিবার শিক্ষানীতি বিষয়ে ২০৭ শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষায় অংশ নেন। সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হবার পর কর্তব্যরত হল পরিদর্শকরা পরীক্ষায় নকল করতে বাধা দিলে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং এক পর্যায়ে তাঁরা একযোগে পরীক্ষা বর্জন করে পিটিআই সুপারের কক্ষে হামলা চালান। এ সময় এনডিসি সাইফুল্লাহিল আজম ও ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ লাল হোসেন পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তাঁরা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেও পরীক্ষার্থীরা মিছিল করে পিটিআই ক্যাম্পাস ত্যাগ করে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের অফিস চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে জেলা প্রশাসক বরাবরে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, পিটিআই সুপার পরীক্ষা কেন্দ্রের ৩ নং হলে মোছাঃ জাহানারা বেগম নামে একজন পরীক্ষার্থীর (রোল নং ১৯৬/৬১১১) সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। ফলে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পরীক্ষা বর্জন করেন। স্মারকলিপিতে উক্ত সুপারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে অপসারণ করে পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। এ ব্যাপারে পিটিআই সুপার নির্ঝর হাসান খসরু জানান, নকলের সুযোগ না দেয়ায় পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং এ অঘটন ঘটান। থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।